হয়ে উঠুন সফল ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইনার

মো: আতিকুজ্জামান লিমন

ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইনারেরা প্রতিদিন, প্রতিমিনিট বিশ্বজুড়ে ভিজ্যুয়াল ডিজাইন করে যাচ্ছেন। ডিজাইনারেরা বিনোদন, বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ও ফিচার, টেলিভিশন, মুদ্রণ প্রকাশনা (ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা), ব্রডকাস্ট মিডিয়া, কমপিউটার গেম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সব ধরনের মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশে ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের কাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই বিস্তৃত মাধ্যমে কাজ করতে নিজেকে তৈরি করতে হয় অনেক দক্ষ হিসেবে। প্রতিযোগিতার এ সময়ে প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত মাধ্যমের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

আপনি যদি নিজেকে ডায়নামিক মনে করেন, নতুন কিছু কল্পনা করার আগ্রহ থাকে, নিজেকে যদি গতানুগতিক পেশায় দেখতে না চান, তাহলে ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে পারে আপনার পছন্দের পেশা। আঁকাআঁকির দক্ষতা, সফটওয়্যার ব্যবহারের দক্ষতা ও যোগাযোগের দক্ষতা– এই গুণগুলো একত্রিত হলে ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইনের পেশায় আপনি আকৃষ্ট হতে পারেন।

গ্রাফিক্স ডিজাইন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট এবং তাদের কাজের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা। একজন দক্ষ-প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কর্মজীবনে দুটি প্রজেক্ট একই ধরনের হওয়াটা একটি বিরল বিষয়। আপনি যদি এ পেশায় আসতে চান তাহলে এসব চ্যালেঞ্জকে মাথায় রাখতে হবে।

'আমি মনে করি এই ক্রিয়েটিভ পেশায় আসতে হলে চ্যালেঞ্জ নিতে শিখতে হবে। সেই সাথে প্রচুর বই পড়তে হবে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ডিজাইন দেখার আগ্রহ থাকতে হবে। ডিজাইনারদের নেটওয়ার্কের সাথে সবসময় একটি সুসম্পর্ক রাখতে হবে। নিজেকে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। বিভিন্ন ধরনের আপডেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।'

ওজিওয়ালি ওগোলুয়া সাইমন
ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর
ওয়ার্ডস রাইমস অ্যান্ড রিদম
নাইজেরিয়া

একজন ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইনার যা করেন

মূলত গ্রাফিক্স ডিজাইনার বিভিন্ন মিডিয়া (ছবি অথবা কনটেন্ট) দিয়ে নির্দিষ্ট শ্রোতাদের লক্ষ রেখে ভিজ্যুয়াল যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন যোগাযোগের উপকরণ তৈরি করেন। যেমন– কোনো প্রতিষ্ঠানের মনে রাখার মতো ব্র্যান্ডিং এবং প্রোডাক্টের লোগো, বিজ্ঞাপনের পোস্টার, প্যাকেজিং ডিজাইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পণ্য প্রচার বা সেবা প্রচার, কোম্পানির প্রোফাইলকে উন্নত করা, যা কি না সেবা বা পণ্যের বিক্রির ওপর প্রভাব ফেলে। যদিও ডিজাইনারের কাজের বিবরণ দেয়া একটি কঠিন কাজ, সাধারণত নিচের কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে :

০১. কাজের ধরন (যা কি না ডিজাইন ব্রিফ নামে পরিচিত) সম্পর্কে ক্লায়েন্ট ও সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে প্রজেক্টের সঠিক খরচ দেয়া; ০২. সবচেয়ে উপযুক্ত মিডিয়া নির্বাচিত করা, উপকরণ এবং ডিজাইনের ধরন নির্ধারণ করা, সেই সাথে ক্লায়েন্টের চাহিদা পূরণের জন্য টিমের অন্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখা; ০৩. ক্লায়েন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা; ০৪. স্কেচ বা চিত্রের মাধ্যমে অথবা কমপিউটারে ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে ক্লায়েন্টকে অবহিত করা; ০৫. বিশেষায়িত কমপিউটার সফটওয়্যার ও গ্রাফিক্স টুল ব্যবহার করে ডিজাইন প্রস্তুত করা; ০৬. বিভিন্ন মিডিয়ার জন্য মুদ্রাক্ষর, অক্ষরের আকার, কম্পোজিশন ও রঙের জন্য নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন তৈরি করা; ০৭. বাজেটের কোনো পরিবর্তন না হওয়া ও সময়সীমা কঠোরভাবে ঠিক রাখা এবং ০৮. বাজেটের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্লায়েন্টকে কাজ বুঝিয়ে দেয়া।

টুকিটাকি তথ্য

নতুন কিছু করতে ভয় পাবেন না, ভিজ্যুয়ালি নতুন আইডিয়া ও বর্তমান স্টাইলকে নতুনভাবে উপস্থাপন করুন। আপনার নিজের ডিজাইন বা নকশার নীতিগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করে করুন। সব সময় মনে রাখতে হবে, সৃজনশীলতা সবচেয়ে বড় টুল, যা আপনার আছে। একজন প্রফেশনাল ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইনার হয়ে উঠতে দুটি পথ আছে– স্কুলের মাধ্যমে অথবা নিজে পড়াশোনা করে। কোনো ডিজাইনই সবাইকে আকৃষ্ট নাও করতে পারে। তাই আপনার টার্গেট গ্রুপকে চিন্তা করে কাজ করতে হবে। গবেষণার জন্য ক্লায়েন্টকে ৩-৪ ধরনের ডিজাইন করে দেখাতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করুন এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে পরিচিত হতে হবে। প্রত্যেক দিন তপস্বীদের মতো স্টুডিওতে বা অফিসে বসে থাকবেন না। সমমনা ডিজাইনারদের সাথে আপনার ডিজাইন দেয়া-নেয়া করুন, তাদের কাছ থেকে ধারণা নিয়ে আপনার ডিজাইনকে আরও সমৃদ্ধ করুন। আপনার কমিউনিটি, নেটওয়ার্কের মধ্যে আপনার ডিজাইনশৈলী ও দক্ষতা প্রদর্শন করুন। এতে করে অন্যরা আপনার ডিজাইন সম্পর্কে জানবে এবং ডিজাইন পছন্দ হলে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।

ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কিত পেশা

টাইপোগ্রাফি বা মুদ্রণবিদ্যা, ডেস্কটপ পাবলিশিং, ব্র্যান্ডিং এবং বিজ্ঞাপন (মুদ্রণ, ওয়েব, ব্রডকাস্ট), ই-মেইল এবং ই-নিউজলেটার, ইন্টারফেস বা ইউজার এক্সপেরিয়েন্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, প্যাকেজিং ডিজাইন, বুক ডিজাইন ও লোগো ডিজাইন কজ

ফিডব্যাক : infolimon@gmail.com

পর্যালোচনা ও পরামর্শ

সংক্ষেপে বলা যায়, একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার তার ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় কোম্পানির বিজ্ঞাপন, বিপণন বা কর্পোরেট কমিউনিকেশন, বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য ইন হাউস ডিজাইন করতে চলে যান। সাধারণত বেশিরভাগ সময় ডিজাইনারেরা চাকরি ঘন ঘন পরিবর্তন করেন, সেই সাথে তাদের কাজের পোর্টফলিও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সিনিয়র ডিজাইনার, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, তারপর ক্রিয়েটিভ ম্যানেজারে তারা তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। অনেক ডিজাইনার ফ্রিল্যান্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতে চান। আবার অনেকে কিছুদিন চাকরি করে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করেন অথবা চাকরির পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করে অনেকেই বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছেন। যারা চ্যালেঞ্জ পছন্দ করেন তাদের এটি একটি আদর্শ পেশা হতে পারে।